দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 1 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ... ৪

ছাতকের ৩৬ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই

সাকির আমীন, ছাতক •

সুনামগঞ্জের ছাতকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় দীর্ঘদিন ধরে ৩৬টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এতে পাঠদান ও বিদ্যালয়গুলোর দাপ্তরিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ১৩ ইউনিয়নে ও ১টি পৌরসভায় ১৮১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৩৬টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। সহকারী শিক্ষকরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। এদিকে এসব শিক্ষক দাপ্তরিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান।

প্রধান শিক্ষক শূন্য বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে– দারগাখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বনগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাসনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আছাদনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিকন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেজাউড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কামরাঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুক্তিরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বুরাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হায়দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কপলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাগলাজুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুরান সিংচাপইড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুদুখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যুগলনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাউলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নরসিংপুর তালুকপাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কল্যাণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রীপতিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৈদেরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়পলিরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এ ব্যাপারে গণেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আলহাজ আবুল হাসান জানান, তার বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক পদটি শূন্য থাকার কারণে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। এতে বিদ্যালয়ের ফলাফল খারাপ হয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মানিক চন্দ্র দাশ জানান, প্রধান শিক্ষকদের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার লেখালেখি করা হয়েছে।